ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী:
অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

১০ মার্চ ২০১৯

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান, *নির্বাহী পরিচালক*, *টিআইবি*

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, *উপদেষ্টা - নির্বাহী ব্যবস্থাপনা*, *টিআইবি*

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

গবেষণা পরিচালনা এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন

আবু সাঈদ মো. জুয়েল মিয়া, *সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

মো. মোস্তফা কামাল, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

মো. খোরশেদ আলম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

গবেষণা সহকারী

রুবিনা আকতার

রাজু আহমেদ

হাসান মাহমুদ

মো. আবু হাসনাত

মো. সানোয়ার

মাহজাবিন তাসনিম সাদিয়া

মো. গোলাম মোরশেদ

তথ্য সংগ্রহকালে বিশেষ সহায়তা

মো. শহিদুল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

মো. গোলাম মোস্তফা, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

মো. মাহমুদ হাসান তালুকদার, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

মো. রবিউল ইসলাম, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

মো. আলী হোসেন, অ্যাসিস্ট্যান্ট *প্রোগ্রাম ম্যানেজার - রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি*, *টিআইবি*

প্রকাশকাল: ১০ মার্চ ২০১৯

যোগাযোগ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯

ফোন: ৮৮০-২-৯১২৪৭৮৮৯, ৯১২৪৭৯২; ফ্যাক্স:৮৮০-২-৯১২৪৯১৫

ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

ওয়েবসাইট:www.ti-bangladesh.org

১. ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ১৯.১), মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ (অনুচ্ছেদ ১৯.২), এবং ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারীপুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন না করার (অনুচ্ছেদ ২৮.১) তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণায় সকল মানুষের সমান মর্যাদা ও অধিকারের স্বীকৃতি (অনুচ্ছেদ ০১) দেওয়া হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য 'কাউকে পিছিয়ে না রাখা'। নানাভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীসমূহকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ অঙ্গীকারাবদ্ধ।

বাংলাদেশে পিছিয়ে রাখা জনগোষ্ঠীর মধ্যে দরিদ্র পরিবারের নারী, শিশু, কিশোর-কিশোরী ও প্রবীণ ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী, দলিত, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, চা শ্রমিক, যৌনকর্মী, হিজড়া, শরণার্থী জনগোষ্ঠী অন্যতম। বাংলাদেশের সমাজে কাঠামোগতভাবে অসমতা, বৈষম্য ও বঞ্চনা বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান। উল্লেখযোগ্যসংখ্যক জনগোষ্ঠী তাদের ভিন্ন জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয় এবং প্রান্তিক অবস্থানের কারণে নানাভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। এসব বৈষম্য ও বঞ্চনা দূর করতে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতাও বিদ্যমান। বিভিন্ন গবেষণাপত্র, প্রবন্ধ ও বই-পুস্তকে এ বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ধারণা অনুযায়ী সমাজে বিরাজমান কাঠামোগত বৈষম্য ও বঞ্চনার সংস্কৃতি প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন ঘটায়। প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দুর্নীতির শিকার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। আবার দুর্নীতি অন্যায্যতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যকে আরও ঘনীভূত করে।

বাংলাদেশে আদিবাসী জনসংখ্যা ১৫,৮৬,১৪১ (বিবিএস, ২০১১)। তবে বেসরকারি সূত্রমতে এ সংখ্যা ৩০ লাখের অধিক হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশের দলিত জনসংখ্যা নিয়ে অস্পষ্টতা বিদ্যমান। সমাজসেবা অধিদপ্তরের (২০১৭) অনানুষ্ঠানিক জরিপ অনুসারে বাংলাদেশে দলিতদের সংখ্যা আনুমানিক ১৪,৯০,৭৬৬। তবে বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাদের সংখ্যা ৪৫-৫৫ লাখ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আদিবাসী ও দলিতদের জাতিগত-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় বৈচিত্র্যময়। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী আদিবাসীরা স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও জীবনধারণ পদ্ধতির ধারক ও বাহক। মূলধারার জনগোষ্ঠীর মাঝে বসবাস এবং সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য আগ্রাসনের সম্মুখীন হলেও তাদের আদি সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। বাংলাদেশে বসবাসরত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কিছু উদাহরণ হলো ওঁরাও, কোচ, কোল, খুমি, খাসি, খিয়াং, গারো, চাক, চাকমা, ডালু, তঞ্চঙ্গ্যা, ত্রিপুরা, পাংখোয়া, মালপাহাড়ী, বম, বর্মণ, ম্রো, মুণ্ডা, মনিপুরি, মারমা, রাখাইন, লুসাই, সাঁওতাল, হাজং প্রভৃতি।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন নথিতে প্রাপ্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী দলিত জনগোষ্ঠী ঐতিহাসিকভাবে 'অচ্ছুত' পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, পেশাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে তাদের ওপর 'অস্পৃশ্যতা' আরোপিত এবং মূলধারার জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আদান-প্রদান সীমিত। বাংলাদেশে বসবাসরত কিছু দলিত জনগোষ্ঠীর উদাহরণ হলো নমশুদ্র, বাগদি, মালো, ধীবর, মানতা, চৌদালি, নিকারি, হরিজন, ধাঙ্গর, বাঁশফোর, কুমার, ঋষি, শীল, রজদাস, ধোপা, জোলা, যুগী, পাটনি, রবিদাস, সিং, নুনিয়া, ভূমিজ, পাত্র, মালাকার, চুনারু, কাহারু, বাজনদার, ওঝা, হাজাম, কাহার, বেহারা, কলু প্রভৃতি।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

কতকগুলো যৌক্তিকতার আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। প্রথমত, ভিন্ন জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে নানা ধরনের বঞ্চনার মধ্য দিয়ে পিছিয়ে রাখার ধারাবাহিকতা এবং অধিকার নিশ্চিতে ও সেবায় অন্তর্ভুক্তিতে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে আদিবাসী ও দলিতদের আরও পিছিয়ে রাখার সম্ভাব্য ঝুঁকি চিহ্নিত করার প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিতদের সামাজিক বৈষম্য ও বঞ্চনা নিয়ে বিভিন্ন গবেষণা বিদ্যমান; তবে জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে তারা কী ধরনের বৈষম্য ও দুর্নীতির শিকার হয় এবং তার ব্যাপ্তি কতটুকু সে বিষয়ে গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। তৃতীয়ত, টিআইবি'র অগ্রাধিকার কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম হলো বিভিন্ন সেবা খাত থেকে সেবা নিতে গিয়ে সেবাগ্রহীতারা যেসব দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার হয় তা তুলে ধরা। এ গবেষণার মধ্য দিয়ে আদিবাসী ও দলিতরা অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে যে বৈষম্য ও দুর্নীতির সম্মুখীন হয় তার ওপর আলোকপাত করে যথাযথ সুপারিশ পেশ করার প্রয়াস রয়েছে।

১.৩ গবেষণা জিজ্ঞাসা

মূলত দুইটি গবেষণা জিজ্ঞাসার আলোকে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে:

- বাংলাদেশের আইন, নীতিমালা ও সেবা প্রদানের চর্চাসমূহ আদিবাসী ও দলিতদের জন্য কতখানি অন্তর্ভুক্তিমূলক?
- অধিকার পূরণ ও সেবা প্রদানে আদিবাসী ও দলিতদের অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ কি কি?

১.৪ গবেষণার পরিধি

প্রান্তিকতা ও বঞ্চনার শিকার হওয়া জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে অন্যতম গোষ্ঠী হিসেবে সমতলের (অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত দেশের সমতল অঞ্চলসমূহে বসবাসরত আদিবাসী) আদিবাসী এবং বর্ণপ্রথার মাধ্যমে নির্ধারিত 'নিম্নবর্ণ' পরিচয় বহনকারী দলিতদেরকে এই গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে সরকারি সেবা হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবাকে এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে--আদিবাসী ও দলিতদের সক্ষমতা ও সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে এ সেবাসমূহের গুরুত্ব বিবেচনা করা হয়েছে। এ গবেষণায় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কারণ সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে এই অঞ্চলের আদিবাসীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য পৃথক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।

২. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গুণবাচক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভৌগলিক অবস্থানের ভিত্তিতে আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত জেলাসমূহকে (৩৩টি আদিবাসী অধ্যুষিত জেলা এবং দলিতদের ক্ষেত্রে সকল জেলা) পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তাদের মধ্য থেকে কাঠামোবদ্ধ দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উভয় জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথকভাবে ১৪টি করে মোট ২৮টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে প্রশাসনিক বিভাগসমূহের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। নির্বাচিত আদিবাসী অধ্যুষিত ১৪টি জেলা থেকে একটি করে উপজেলা এবং দলিত অধ্যুষিত ১৪টি জেলা থেকে একটি করে উপজেলা নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উপজেলাসমূহ নির্বাচনে দৈবচয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। বাছাইকৃত উপজেলা থেকে স্থানীয় অংশীজনদের সাথে পরামর্শক্রমে বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিস্বত্বার আদিবাসী ও বর্ণের দলিতদের নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে পাহান, সাঁওতাল, ওঁরাও, মাহাতো, মালপাহাড়ী, গারো, বর্মণ, হাজং, কোচ, মুণ্ডা, রাজবংশী, রাখাইন, খাসিয়া, মণিপুরি ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আর দলিতদের মধ্যে রয়েছে বাঁশমালী, রবিদাস, হরিজন, জেলে, পাটনী, কুমার, সিং, বাঁশফোড়, পশ্চিমা, বাগদি, কর্মকার, ঋষি, নুনিয়া, জলদাস ও শীল জনগোষ্ঠী। এ গবেষণার সময়কাল ফেব্রুয়ারি ২০১৮ - ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

এ গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস নিম্নরূপ:

পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
সাহিত্য ও নথি পর্যালোচনা	- সংশ্লিষ্ট আইন, নীতিমালা, প্রতিবেদন, নিবন্ধ, গবেষণাপত্র, বই-পুস্তক, ওয়েবসাইট
নিবিড় সাক্ষাৎকার, ফোকাস দল আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ	- আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: গোত্রপ্রধান, নারী, পুরুষ, শিশু, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি - আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত এলাকার মূলধারার জনগোষ্ঠী
মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ	- স্থানীয় পর্যায়: উপজেলা নির্বাহী, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, সমাজসেবা, বিদ্যুৎ, মৎস্য, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, সাংবাদিক, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি - জাতীয় পর্যায়: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার কল্যাণ অধিদপ্তর, ভূমি মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার বিভাগ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি

উল্লেখ্য যে, তথ্য সংগ্রহে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎসের এবং ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের উৎসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এ গবেষণার তথ্য বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্তির কয়েকটি মূলনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। সেগুলো হলো বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ, আইন ও নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তি, অধিকার পূরণ ও সেবায় বৈষম্যহীনতা এবং শুদ্ধাচার চর্চা।

৩. গবেষণার ফলাফল

৩.১ আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বিশেষ ইতিবাচক পদক্ষেপ

আদিবাসী ও দলিতদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো:

- আদিবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত): ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ - ২৮০টি উপজেলায় বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা ও উপকরণ বিতরণ
- দলিতদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের কর্মসূচি: ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ - শিক্ষাবৃত্তি, বয়স্ক ভাতা (পঞ্চাশোর্ধ), যুব ও মধ্যবয়সীদের প্রশিক্ষণ ও অনুদান প্রদান - এছাড়া ২০১৭-২০ সময়সীমার জন্য ৪৮.৫৬ কোটি টাকার পৃথক কর্মসূচি বাস্তবায়ন
- দলিত ম্যানুয়াল ২০১৩ প্রণয়ন করে দলিতদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-কর্মসূচি চিহ্নিতকরণ
- সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আদিবাসী ও দলিতদের 'বাদ পড়া' গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিতকরণ
- জাতীয় শিক্ষা নীতিতে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের বিশেষ চাহিদা পূরণে পদক্ষেপ চিহ্নিতকরণ এবং সে অনুযায়ী পাঁচটি আদিবাসী ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বিতরণ
- জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিতে দুর্গম এলাকার আদিবাসীদেরকে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রত্যয় এবং সে অনুযায়ী কর্মকাঠামো ও কর্মসূচি প্রণয়ন: ২০১৭ সালে গৃহীত একটি কর্মসূচি ১৫টি জেলার ৬৯টি উপজেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ
- আদিবাসীদের জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর চাকুরিতে ৫% কোটা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্যাডারে আবেদনের জন্য শিথীলযোগ্য বয়সসীমা (৩২ বছর); পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে হরিজনদের জন্য ৮০% কোটা
- বৈষম্য বিলোপ আইনের খসড়া প্রণয়ন: খসড়া আইনে বৈষম্যমূলক আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে পরিগণিত

৩.২ আইন ও নীতিমালায় সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ

আইন ও নীতিমালা	**সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ**
বাংলাদেশের সংবিধান	▪ আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিস্বত্ত্বা এবং দলিতদের পরিচয়ের স্বীকৃতি না থাকা
আন্তর্জাতিক সনদ	▪ জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার সনদ ২০০৭ স্বাক্ষরে বিরত থাকা এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী সংক্রান্ত আইএলও সনদ ১৯৮৯-এ স্বাক্ষর না করা - এর ফলে অধিকার পূরণে বাধ্যবাধকতা থাকলেও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহার ঝুঁকি
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০	▪ আদিবাসীদের 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী' হিসেবে চিহ্নিতকরণ ও সংজ্ঞায়ন, যা জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞার পরিপন্থী - দেশে পঞ্চাশের অধিক ভিন্ন ভিন্ন জাতিস্বত্ত্বার বসবাস থাকলেও মাত্র ২৭টি 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর' নাম উল্লেখ - ফলে চাকুরির কোটাসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে তালিকাবহির্ভূতদের বঞ্চনা
দলিত ম্যানুয়াল ২০১৩	▪ হরিজনরাও দলিতদের অন্তর্ভুক্ত হলেও দলিত ও হরিজনদের পৃথকভাবে চিহ্নিতকরণ এবং সংজ্ঞায়নে উভয় গোষ্ঠীকে শুধু পরিচ্ছন্নতা কাজের সাথে যুক্ত বলে উল্লেখ
জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০	▪ দলিত পরিবারের শিশুদের অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা
জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি ২০১১	▪ দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার বিষয়টি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা
সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০	▪ সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের উল্লেখ না থাকা
জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ২০১৫	▪ সমতলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উল্লেখ না করা

	▪ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের আবাসন সহায়তার উল্লেখ থাকলেও অন্যান্য ভূমিহীন দলিতদের আবাসন সহায়তার উল্লেখ না থাকা
জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি ২০০১	▪ আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার সম্পর্কে স্বীকৃতি না থাকা ▪ খাসজমিতে বসবাসরত আদিবাসী ও দলিতদের ভূমি অধিকারের বিষয়টির উল্লেখ না থাকা ▪ প্রথাগতভাবে বসবাসরত বননির্ভর আদিবাসীদের ভূমি অধিকার বিষয়টির উল্লেখ না থাকা
বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭	▪ গুরুত্ব বিবেচনায় কোনো স্থান বা এলাকাকে জীববৈচিত্র্যসমৃদ্ধ ঐতিহ্যগত স্থান হিসেবে ঘোষণা এবং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের বিধান - প্রথাগতভাবে বসবাসরত বননির্ভর আদিবাসীদের বসবাসের অধিকার সুরক্ষিত না হওয়ার ঝুঁকি তৈরি
সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ২০০৯ (সংশোধনী ২০১২)	▪ উপকারভোগী হিসেবে সুনির্দিষ্টভাবে আদিবাসী ও দলিত মৎস্যজীবিদের উল্লেখ না করা ▪ সংশোধনীতে 'প্রকৃত মৎস্যজীবি' থেকে 'প্রকৃত' শব্দটি তুলে দেওয়া - ফলে জলমহালে উপকারভোগী হিসেবে আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে যারা প্রকৃত মৎস্যজীবি তাদের ক্ষেত্রে অভিগম্যতায় ঝুঁকি সৃষ্টি
বাংলাদেশ সরকারি চাকুরি বিধি ২০১৪	▪ ২০১৮ সালে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরিতে সকল কোটা রহিতকরণের ফলে 'উপজাতিদের' জন্য ৫% কোটাও বিলুপ্ত - সংস্কারের দাবি অগ্রাহ্য করে কোটা বিলীন করে দেওয়া ▪ অনগ্রসরতম গোষ্ঠীগুলোর অন্যতম হলেও দলিতদের জন্য কোটা সুবিধা না থাকা - চাকুরিতে কোটা সুবিধা পাওয়ার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে দলিতদের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা
মডেল নিয়োগ বিধি ২০১৭	▪ পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে হরিজনদের ৮০% কোটা থাকলেও যথেষ্ঠ সংখ্যক হরিজন না পাওয়ার শর্তে সাধারণ প্রার্থীদের মধ্য থেকে পূরণের নির্দেশনা - এর অপপ্রয়োগের মাধ্যমে মূলধারা থেকে ২০% এর অধিক কর্মী নিয়োগ করে হরিজনদের বঞ্চিত করার ঝুঁকি সৃষ্টি
জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১	▪ আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া নারীদের উন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের গুরুত্বারোপ করা হলেও দলিত নারীদের সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা

৩.৩ অধিকার পূরণে ঘাটতি

শিক্ষা ক্ষেত্রে অভিগম্যতায় প্রতিবন্ধকতা: কিছু ক্ষেত্রে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করতে অস্বীকার করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার নিজ ধর্ম শিক্ষা বিষয়ে পড়ার সুযোগ থেকে বঞ্চনার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে সনাতন ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজেদের ধর্ম শিক্ষা না পড়িয়ে মূলধারার ধর্ম শিক্ষা পাঠদান এবং পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। অন্যদিকে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত না করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বেশিরভাগ আদিবাসী শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় পড়াশোনার সুযোগ তৈরি না হওয়ায় তারা মূলধারার ভাষা গ্রহণে বাধ্য হচ্ছে। এর ফলে শিক্ষকের কথা, পরীক্ষার প্রশ্ন বুঝতে তাদের সমস্যা হয়। সন্তানদের জড়তা ভাঙাতে তাদের অভিভাবকরা তাদের সাথে বাড়িতে বাংলায় কথা বলেন। এর ফলে তাদের মাতৃভাষা বিলুপ্তির ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।

আবার অভিভাবকদের ক্ষেত্রে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অন্তর্ভুক্তিতে বাধাদানের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে মূলধারার প্রভাবশালী ও স্থানীয় সাংসদের সাহায্যে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচিত আদিবাসী সভাপতিকে অপসারণ এবং নির্বাচিত দলিত সদস্যকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সম্পৃক্ত না করার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়।

স্বাস্থ্যসেবার আওতায় না আনা: দলিত ও আদিবাসী গর্ভবতী নারীদের টিকা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যা নিশ্চিত না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের পাড়াসমূহে টিকা ক্যাম্প স্থাপন না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রাথমিক টিকাসমূহ না দেওয়ায় গত কয়েক বছরে চট্টগ্রাম জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আদিবাসী শিশুর মৃত্যু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় না আনা: ভাতা পাওয়ার যোগ্য হলেও দরিদ্র আদিবাসী ও দলিতদের একটি বড় অংশ তালিকাভুক্তির বাইরে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। অনেক দলিত ও আদিবাসী দরিদ্র বয়স্ক নাগরিক অভিযোগ করেছেন যে, তারা বারবার যোগাযোগ করেও ভাতার তালিকাভুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছেন।

ভোটাধিকার ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার হরণ: ভোটদান ও প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত থাকতে আদিবাসী ও দলিতদের বাধ্য করার অভিযোগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে নির্বাচনের সময় ভোট প্রদান ও প্রার্থী হওয়া থেকে বিরত থাকে। ভোটের সময় বিভিন্ন পক্ষ তাদের শাসিয়ে যায় বলে তারা এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়। একটি এলাকার কয়েকজন দলিত ব্যক্তি বলেন, "ভোট আসলে অনেক পক্ষই শাসিয়ে যায়, তাই প্রায় ২০ বছর যাবৎ কোনো নির্বাচনেই আমরা ভোট দিতে যাই না।" অপর একটি এলাকার একজন আদিবাসী ব্যক্তি উল্লেখ করেন, "আমি ভোটে দাঁড়াতে চাইলে ওরা আমার গরু মেরে ফেলল, ধান নষ্ট করল, হুমকি দিলো। পরে আর নির্বাচন করা হয় নাই।"

বিশেষায়িত কতৃপক্ষের আওতাভুক্ত না করা: সমতলের আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কোনো বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত না করায় তারা অনেক ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে যায়।

ভূমির অধিকারের ক্ষেত্রে বঞ্চনা: ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চনার উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে প্রথাগত ভূমি মালিকানার ভিত্তিতে ভোগকৃত জমিতে আদিবাসীদের বসবাস ও চাষাবাদের অধিকার খর্ব করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এছাড়া প্রভাবশালীরা ভুয়া দলিল বানিয়ে আদিবাসী ও দলিতদের জমির মালিকানা দাবি এবং ভূমি থেকে নানা কৌশলে উচ্ছেদ করছে। অন্যদিকে বনভূমিতে জীবিকার অধিকার খর্ব করার উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। কিছু এলাকায় সামাজিক বনায়নের নামে মূলধারার প্রভাবশালীদেরকে বনের জমিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ ও গাছ লাগানোর অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে। অন্যদিকে বনভূমিতে আদিবাসীদের প্রথাগত জীবিকার সংস্থানে বাধা প্রদান করা হচ্ছে। আবার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের নামে ভূমি অধিকার খর্ব করার দৃষ্টান্তও বিদ্যমান। কিছু এলাকায় বন সংরক্ষণের নামে আদিবাসীদের মতামত ছাড়াই বনের চারপাশে দেওয়াল নির্মাণ এবং পর্যটনের নামে ইকো-পার্ক ও কৃত্রিম লেক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণের উদাহরণ রয়েছে। এগুলো আদিবাসীদের বন থেকে উচ্ছেদের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বন বিভাগের হয়রানি প্রসঙ্গে এক আদিবাসী ব্যক্তির মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ। তার বর্ণনায়, "আমার নামে ১৭টা পর্যন্ত মামলা হয়েছে। জেল দিয়েছে। জেলে থাকতেও গাছ কাটার মামলা হয়েছে। বোঝেন এখন, জেলে বসেও আমি গাছ কাটি!"

ভূমির ক্ষেত্রে হয়রানির উদাহরণও লক্ষণীয়। যেমন, রংপুর চিনিকলের নামে সাঁওতালদের জমি অধিগ্রহণ এবং চুক্তি অনুযায়ী আখ চাষ না করলে প্রকৃত মালিক হিসেবে সাঁওতালদের জমি ফেরত দেওয়ার শর্ত লংঘন করার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। সেখানে শর্তসাপেক্ষে অধিভুক্ত করা ভূমি আদিবাসীদের ফিরিয়ে না দিয়ে প্রভাবশালীদের ইজারা প্রদান করা হয়েছে। এর প্রতিবাদ করলে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় প্রকৃত ভূমির মালিক অর্থাৎ আদিবাসীদের বাড়িঘর পোড়ানো, হত্যা, হয়রানিমূলক মামলা ও উচ্ছেদের মতো ঘটনা ঘটেছে। অন্য আরেকটি জায়গায় খাস পুকুর পাড়ে বসবাসরত আদিবাসীদের ইজারা নেওয়া পুকুরে মাছ মূলধারার জনগোষ্ঠী কর্তৃক লুট হয়। এতে বাধা দিতে গিয়ে এক আদিবাসী ব্যক্তির মৃত্যু হয়। পরবর্তীতে আদিবাসীদের অধিকার ফিরিয়ে না দিয়ে উপজেলা প্রশাসন মূলধারার জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষে অন্তর্ভুক্তির নির্দেশ হয়।

৩.৪ সেবা প্রদানে বৈষম্য

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'অস্পৃশ্যতা'র চর্চা বিদ্যমান। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষক কর্তৃক দলিত কলোনীতে অবস্থিত বিদ্যালয়ে বদলিকে শাস্তিস্বরূপ মনে করা হয়। শিক্ষক কর্তৃক দলিত শিক্ষার্থীদের বই-খাতা স্পর্শ না করা এবং বিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি না করা দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। এক দলিত শিক্ষার্থীর বর্ণনামতে, "মুসলমানরা আমাদের সাথে বসতে চায় না। আমাদেরকে পেছনের বেঞ্চে বসতে বলে।" অপর এক দলিত শিক্ষার্থীর বক্তব্য, "...ওরা আমাদের প্রায়ই বলে, তোমাদের গায়ে গন্ধ। এখান থেকে সরে যাও।" আবার বিরূপ আচরণের উদাহরণও উল্লেকযোগ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষকরাও আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের 'জাত তুলে' গালি দেন বলে অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। আবার দলিত শিক্ষার্থীকে দিয়ে বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার করানোও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এছাড়া একই অপরাধে মূলধারার শিক্ষার্থীদের কিছু না বলা এবং দলিত শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে মূলধারার অভিভাবকরা তা সহজে মেনে নেবে না ভেবে ফল প্রকাশে বিলম্ব এবং সনদ দিতে সময়ক্ষেপণের উদাহরণ রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান: স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানেও 'অস্পৃশ্যতা'র চর্চা বিদ্যমান। দলিত পরিচয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রে কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সরা জরুরী সেবা নিতে যাওয়া রোগীকে স্পর্শ করেন না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার হাত দিয়ে স্পর্শ করতে হবে বলে প্রাথমিক 'চেক-আপ' না করেই ঔষধ লিখে দেওয়ার উদাহরণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের কারণে স্বাস্থ্যসেবা নিতে গিয়ে কটুক্তি ও দুর্ব্যবহারের শিকার হতে হয়। এক আদিবাসী ব্যক্তি উপজেলা হাসপাতালে সেবা নিতে গেলে তার প্রতি কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, "আপনি এখানে এসেছেন কেন? আপনাদের তো মিশনারি হাসপাতাল আছে, সেখানে যান।" কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবা নিতে যাওয়া অপর এক দলিত নারী বলেন, "চোখের সামনে চেয়ারম্যানের মেয়েকে ঔষধ দিলো, আর আমাদেরকে ধমক দিয়া বের করে দিলো।" কোনো কোনো ক্ষেত্রে শয্যা খালি থাকা সত্ত্বেও আদিবাসী ও দলিত রোগীকে মেঝেতে থাকতে বাধ্য করা হয়। এক

আদিবাসী প্রসূতির প্রতি উপজেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক বলেন, "তুমি সাঁওতাল, তুমি মেঝেতেই থাকতে পারবে।" অন্যদিকে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই মুমূর্ষু রোগীর অক্সিজেন সংযোগ খুলে নিয়ে মূলধারার রোগীর জন্য ব্যবহারের উদাহরণও রয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: অনেক ক্ষেত্রে উপকারভোগী নির্বাচনে আদিবাসী ও দলিত প্রতিবন্ধী, বয়স্ক পুরুষ, বয়স্ক ও বিধবা নারী, দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার না দিয়ে তুলনামূলক স্বচ্ছলদের অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। এক আদিবাসী অভিভাবক থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত সন্তানের জন্য সহায়তা চাইতে গেলে তার প্রতি এক সমাজসেবা কর্মকর্তা বলেন, "আপনার বাচ্চার রক্তের টাকাও সরকার দিবে নাকি?" আবার সহায়তা প্রদানেও বৈষম্য করা হয়। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে দলিত ও আদিবাসীদের নিজস্ব ধর্মীয় উৎসবের সময় সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম থেকে সহায়তা প্রদান না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ভূমিসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান: আদিবাসী ও দলিতরা খাস জমির জন্য আবেদন করলেও অনেকাংশে পরিচয়ের কারণে তা অগ্রাহ্য করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের গোত্রভিত্তিক বসবাসের সংস্কৃতি বিবেচনায় না নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে খাস জমি বরাদ্দ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। ফলে বরাদ্দ ফলপ্রসূ না হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে। আবার দখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে সহায়তা না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রভাবশালীরা আদিবাসী ও দলিতদের জমি দখল করলে তা উদ্ধারের জন্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাইলেও পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান: সালিশে জনপ্রতিনিধিগণ অনেকাংশে অন্যায়ের শিকার আদিবাসী বা দলিতদের পরিবর্তে মূলধারার ক্ষমতাধরদের পক্ষাবলম্বন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে সালিশের ব্যাপারে জনপ্রতিনিধিদের ওপর তাদের অনাস্থা তৈরির উদাহরণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। জমি দখল হয়ে গেলে চেয়ারম্যানের শরণাপন্ন না হওয়া প্রসঙ্গে এক দলিত নারী বলেন, "কার কাছে বিচার চাইতে যাব? তাদের আত্মীয়রাই তো জমি দখলের সাথে জড়িত।" আবার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তি ও সহায়তা প্রদানে অবহেলার দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, আদিবাসী ও দলিত অধ্যুষিত জনপদে রাস্তা তৈরি বা মেরামত করা হয় না। এছাড়া তাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও শ্মশানের উন্নয়নের জন্য সহায়তা প্রদান করা হয় না বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই উচ্ছেদের ঘটনাও ঘটেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে উচ্ছেদ করতে দলিতদের ঘরের চারপাশে ময়লার স্তূপ বানিয়ে থাকার পরিবেশ নষ্ট করার এবং উচ্ছেদকৃতদের পুনর্বাসন না করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিপরীতভাবে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অকার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের উদাহরণও রয়েছে। যেমন, অনেক ক্ষেত্রে বসবাসের অনুপযোগী জায়গায় দলিতদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আবার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের শহরের বাইরে দূরবর্তী স্থানে পুনর্বাসন করা হয়। এতে তাদের যাতায়াত খরচের অতিরিক্ত বোঝা তৈরি হয়। ফলে তারা শহরে ফিরে বাস্তুহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

৩.৫ সেবা প্রদানে শুদ্ধাচারের ঘাটতি

শিক্ষাসেবা: শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কে তথ্যের উন্মুক্ততায় ঘাটতি রয়েছে। আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শিক্ষাবৃত্তি এবং দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তরের শিক্ষাবৃত্তি সম্পর্কিত তথ্যের যথাযথ প্রচার করা হয় না বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। আবার শিক্ষাবৃত্তি প্রদানে অনিয়মও লক্ষণীয়। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক তাদের সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে এমন আদিবাসী ও দলিত ব্যক্তির সন্তানদের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচনের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের শিক্ষাবৃত্তি নিয়ম ভঙ্গ করে দলিত শিক্ষার্থীদেরকে প্রদান করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। উপবৃত্তির ক্ষেত্রে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ো অভিযোগ রয়েছে। কোনো কারণে শিক্ষা উপবৃত্তি লাভে সমস্যা হলে তা সমাধানের নামে ২০০-৩০০ টাকা আদায় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে, যদিও এ বিষয়টি মূলধারার শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রেও অনেকাংশে প্রযোজ্য। আবার অভিযোগ গ্রহণ-নিষ্পত্তিতে ঘাটতি লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও দলিত শিক্ষার্থীদের ভাষা শুনে বিদ্রুপাত্মক আচরণ করা বিষয়ে শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করেও প্রতিকার না পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যদিকে আদিবাসী ও দলিত শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে 'হোম ভিজিট' করতে অনীহার দৃষ্টান্ত রয়েছে। আবার আদিবাসী ভাষায় প্রণীত পাঠ্যবই বিতরণ ও পাঠদান হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে শিক্ষা বিভাগ থেকে তদারকির ঘাটতি রয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা: স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করতে উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, আদিবাসীদের জন্য গৃহীত স্বাস্থ্য কর্মসূচি সম্পর্কে আদিবাসী এমনকি স্থানীয় সেবা প্রদানকারীদের মধ্যেও তথ্যের ঘাটতি লক্ষ্য করা গেছে। সেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করার অভিযোগ বিদ্যমান, যদিও তা মূলধারার ক্ষেত্রেও অনেকাংশে প্রযোজ্য। তবে দলিত ও আদিবাসী প্রসূতিদের কার্ড থাকলেও সন্তান প্রসবের সময় নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। আবার দলিত ও আদিবাসীদের ক্ষেত্রে প্রসূতি কার্ড প্রদানের বিনিময়ে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। অন্যদিকে তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতিও উল্লেখযোগ্য। অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিত পাড়ায় গর্ভকালীন সেবা এবং শিশুদের প্রাথমিক টিকা নিশ্চিত করতে তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য যে, টিকা না দেওয়ায় চট্টগ্রাম জেলায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আদিবাসী শিশুর মৃত্যু হলেও টিকা কার্যক্রম তদারকিতে ব্যর্থতার দায়ে যথাযথ জবাবদিহি না হওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বদলি করা হয় মাত্র।

স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
বহির্বিভাগ	২০-১০০	সন্তান প্রসব	১০০-৯,০০০
জরুরী বিভাগ	১০০-২০০	প্রসূতি সেবা কার্ড	৫০০-৩,০০০
রোগ নির্ণয়	১০০-৪৫০		

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি: সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণে ঘাটতি বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বরাদ্দ সম্পর্কিত তথ্য যথাযথভাবে প্রচার এবং উপকারভোগী নির্বাচনে তাদের সম্পৃক্ত না করার অভিযোগ রয়েছে। আবার তালিকাভুক্তিতে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান। জনপ্রতিনিধিরা তাদের পছন্দের লোক, ভোটের হিসাব, নিয়মবহির্ভূত অর্থ ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে উপকারভোগী নির্বাচন করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার সহায়তা বিতরণেও অনিয়ম-দুর্নীতি লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গীর্জা ও মন্দিরের জন্য বরাদ্দ, দলিত ভাতা ও গৃহ নির্মাণ প্রকল্পের অর্থ আত্মসাৎ করা এবং বরাদ্দ বিতরণের ক্ষেত্রে ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় উৎসবের সময় একেকটি গীর্জা ও মন্দিরের নামে এক টন চাল বরাদ্দ থাকলেও চাল না দিয়ে নগদ টাকা প্রদান করা হয়। এক টন চালের দাম বাজার দর অনুযায়ী কমপক্ষে ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা হলেও ১২,০০০-১৫,০০০ টাকা প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার অন্য একটি এলাকায় আদিবাসীদের চাহিদা যাচাই না করেই গরু কিনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গরুর আকার ছোট-বড় হলেও প্রত্যেকটির একই দাম (৪০ হাজার টাকা) নির্ধারণ করা হয়। পরবর্তীতে গরুর মূল্য বিশ্বাস না করায় এবং মূল্য দু'বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে জেনে গরু নিতে অনীহা প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তার মন্তব্য করেন, "তাদের মধ্যে অনেক জটিলতা-কুটিলতা আছে।" অন্যদিকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ক্ষেত্রে তদারকির ঘাটতিও লক্ষণীয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তি ও বরাদ্দ বিতরণে তদারকির ঘাটতি স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, জনপ্রতিনিধিদের রাজনৈতিক প্রভাব থাকায় এক্ষেত্রে তদারকি ফলপ্রসূ হয় না।

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকাভুক্তিতে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
বয়স্ক ভাতা	৫০০-৫০০০	ভিজিএফ/ভিজিডি	১,০০০-২,০০০
প্রতিবন্ধী ভাতা	১,০০০-৫,০০০	গৃহ নির্মাণ	৬,০০০-২০,০০০
বিধবা ভাতা	৫০০-২,০০০	দলিত ভাতা	১,৫০০-২,০০০
মাতৃত্বকালীন ভাতা	৫০০-৪,০০০		

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা: এক্ষেত্রেও স্বচ্ছতার ঘাটতি বিদ্যমান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে বিভিন্ন সনদের জন্য নির্ধারিত ফি সম্পর্কে আদিবাসী ও দলিতরা জানতে চাইলে সঠিক তথ্য দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার জন্ম সনদসহ অন্যান্য সনদ নিতে গিয়ে পরিচয়ের কারণে তাদের বিদ্রুপাত্মক আচরণ, হয়রানি ও সময়ক্ষেপণের শিকার হতে হয়। অন্যদিকে সালিশসহ অন্যান্য সেবার ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করা হয়। আবার নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েও সেবা না পাওয়া র অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া তদারকি ও জবাবদিহির ঘাটতিও বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা থাকায় জনপ্রতিনিধিদের নামে অভিযোগ দায়ের হয় না। আবার অভিযোগ দায়ের করলে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে তদারকির ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
জন্ম সনদ	১০০-৭০০	সালিশ	১,০০০-৮০,০০০
আদিবাসী সনদ	৩৫০-৫,০০০	ট্রেড লাইসেন্স	৩,০০০-৬,০০০

ভূমিসেবা: জলমহাল ইজারায় দুর্নীতি লক্ষণীয়। প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তার যোগসাজশে আদিবাসী ও দলিত মৎস্যজীবিদের জলমহাল ইজারা না দিয়ে ভুয়া সমিতিকে প্রদান করার দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যদিকে নিয়মের অপব্যবহার করার অভিযোগও রয়েছে। যেমন, আদিবাসীদের জমি বিক্রিতে জেলা প্রশাসনের অনুমতি গ্রহণের নিয়ম বিদ্যমান। এই অতিরিক্ত ধাপের কারণে তাদেরকে বেশি হয়রানি ও

নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আবার অনেক ক্ষেত্রেই আদিবাসীদের জমি উদ্দেশ্যমূলকভাবে অন্যদের নামে রেকর্ড করা এবং সংশোধনের নামে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় করার অভিযোগ বিদ্যমান। অন্যদিকে প্রভাবশালীদেরকে জমি দখলে সহায়তা করার বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে আদিবাসীদের জমির দলিল প্রভাবশালীদের প্রদান করে ভুয়া দলিল বানাতে সহায়তা করা হয়।

ভূমিসেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
নিবন্ধন	৪,০০০-৪০,০০০	রেকর্ড	১০০-১০,০০০
মিউটেশন	৪,০০০-৫,৮৫০	নথি উত্তোলন	৫০০-১,৮০০

অন্যান্য সেবা: চাকুরি প্রাপ্তিতে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ বিদ্যমান। আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের কারণে এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিতে না পারায় চাকুরি না হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। আবার নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েও প্রভাবশালীদের বাধায় চাকুরি না পাওয়ার দৃষ্টান্ত রয়েছে। এছাড়াও চাকুরী প্রাপ্তিতে আদিবাসী কোটার সুফল না পাওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে নিয়ম ভঙ্গ করে মূলধারা থেকে ২০%-এর অতিরিক্ত পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিয়োগর দৃষ্টান্তও রয়েছে। অন্যদিকে বিদ্যুৎ সংযোগে দুর্নীতির উদাহরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আদিবাসী ও দলিত পরিচয়ের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য মূলধারার গ্রাহকদের তুলনায় বেশি পরিমাণে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়ের শিকার হওয়া এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থ দিয়েও সংযোগ না পাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের মামলা গ্রহণ না করা এবং তাদের ধর্মীয় উৎসবে পুলিশি নিরাপত্তা না দেওয়ারও অভিযোগ রয়েছে।

অন্যান্য সেবা প্রদানে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়

সেবার ধরন	টাকা	সেবার ধরন	টাকা
বিদ্যুৎ সংযোগ	১,৫০০-১৩,০০০	চাকুরি	২০,০০০-৬,০০,০০০

৩.৬ আদিবাসী ও দলিতদের অভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও অনিয়ম

সেবাপ্রদানকারীদের অংশ হিসেবে ক্ষমতায়িত আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে অনিয়ম-দুর্নীতির কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। যেমন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির তালিকাভুক্তিতে নিজ জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায় এবং শিক্ষাবৃত্তির উপকারভোগী নির্বাচনে ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে শিক্ষক কর্তৃক স্বজনপ্রীতির উদাহরণ রয়েছে। আবার সেবাপ্রদানকারীদের একাংশের যোগসাজসে আদিবাসী ও দলিতদের মধ্যে অনিয়ম-দুর্নীতির প্রবণতা লক্ষণীয়। যেমন, গোত্রপ্রধান কর্তৃক উপকারভোগী নির্বাচনকারীদের সাথে যোগসাজস এবং নিয়মবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে নিজেদেরকেই উপকারভোগী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দৃষ্টান্ত রয়েছে। অন্যদিকে আদিবাসী ও দলিতদের প্রভাবশালী অংশ স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগসাজস করে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য বরাদ্দকৃত সহায়তা বণ্টনে প্রভাবিত করা, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং সেবাপ্রদানকারীদের অনিয়ম-দুর্নীতিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করার বিষয়টিও লক্ষ্য করা গেছে। আবার মূলধারার প্রভাবশালী ও দুর্নীতিপ্রবণ সেবাপ্রদানকারীদের প্রলোভনে পড়ে নিজ জনগোষ্ঠীর বিপক্ষে যাওয়ার বিষয়টিও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, অর্থের বিনিময়ে ভুয়া মৎস্যজীবিদের সমবায় সমিতিকে সমর্থন দিয়ে জলমহাল ইজারা পেতে সহায়তা করা এবং ব্যক্তিগত শত্রুতাকে কাজে লাগিয়ে মিথ্যা তথ্য দিয়ে হয়রানি করতে সহায়তা করাও অভিযোগ উল্লেখ করা যায়।

৪. উপসংহার

সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতিসমূহে আদিবাসী ও দলিতদের জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়, ঐতিহাসিক বঞ্চনার বিষয় ও অধিকার যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত এবং স্বীকৃত নয়। এছাড়া সমাজে প্রবহমান “অস্পৃশ্যতা” ও বৈষম্যের সংস্কৃতি স্থানীয় সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোতেও প্রতিফলিত হয়। ফলে সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী ও দলিতদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও বৈষম্যমূলক আচরণ প্রকাশ পায়। আবার অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে আদিবাসী ও দলিতরা তাদের পৃথক জাতিস্বত্ত্বা ও বর্ণভিত্তিক পরিচয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই বৈষম্য ও অনিয়ম-দুর্নীতির শিকার হয় এবং তাদের এ অভিজ্ঞতা মূলধারার জনগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার তুলনায় নেতিবাচক। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো অধিকার পূরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সেবা নিশ্চিতে বৈষম্যমূলক চর্চা ও শুদ্ধাচারের ঘাটতি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। আর এ প্রতিবন্ধকতাসমূহ সেবা প্রদান করতে অস্বীকার করা, সময়ক্ষেপণ, হয়রানি, নিয়মবহির্ভূত অর্থ আদায়, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্ত না করা, প্রভাবশালীদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদে অভিগম্যতায় বাধা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্যভাবে

প্রতীয়মান হয় যে, আদিবাসী ও দলিতদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ পদক্ষেপসমূহ তাদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও পিছিয়ে রাখা অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ঠ নয়। আবার বিদ্যমান পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নে জনঅংশগ্রহণ, চাহিদাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির যথেষ্ঠ ঘাটতি বিদ্যমান। পরিশেষে বলা যায় যে, আদিবাসী ও দলিতদের অধিকার ও সেবা প্রাপ্তিতে অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ দূরীভূত না হলে তাদের প্রান্তিকতা ও দারিদ্র্যের পুনরুৎপাদন অবশ্যম্ভাবী। ফলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূল প্রতিপাদ্য অনার্জিতই থেকে যাওয়ার ঝুঁকি বিদ্যমান।

৫. সুপারিশ

১. আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিস্বত্ত্বা এবং দলিতদের পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদসমূহের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

২. যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠীগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের স্বতন্ত্র পরিচয়ের স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি কোনো বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা

৩. যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহকে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করা

৪. খসড়া বৈষম্য বিলোপ আইন চূড়ান্ত করে এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

৫. সকল আদিবাসী এবং অবাঙ্গালী দলিত শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করতে তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদানের জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা

৬. সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদিবাসী ও দলিতদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা

৭. সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং তাদের জমির মালিকানা সমস্যার কার্যকর নিষ্পত্তি

৮. জলমহাল, বন ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে আদিবাসী ও দলিতদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জসমূহ দূর করতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা

৯. সরকারি চাকুরিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য আদিবাসীদের পাশাপাশি সকল দলিতদের জন্যও কোটা সুবিধার বিধান করা - প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর চাকুরিতে ‘উপজাতি’ কোটা পুনর্বহাল করা এবং বিদ্যমান কোটাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

১০. স্থানীয় সরকারসহ বিভিন্ন স্তরের ক্ষমতা কাঠামোয় আদিবাসী ও দলিতদের প্রতিনিধিত্ব ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান

১১. আদিবাসী ও দলিতদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার উন্নয়নে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি কাঠামো তৈরি ও সেগুলোর চর্চা নিশ্চিত করা

১২. দুর্গম অঞ্চলে বসবাসরত আদিবাসী ও দলিতদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তাসহ মৌলিক সেবাসমূহ নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোতে পৃথক তদারকি ব্যবস্থা তৈরি

১৩. আদিবাসী ও দলিতদের নাগরিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য মানবাধিকার কমিশনসহ গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সোচ্চার ভূমিকা পালন